



নতুন ‘জাতীয় পুষ্টি অভিযান’কে জন-আন্দোলন রূপে গ্রহণ করা হবে

Posted On: 26 DEC 2017 1:03PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় সরকার দেশেঅপুষ্টি, বৃদ্ধি বাহত হওয়া, রক্তাক্সতা ইত্যাদি সমস্যা মোকাবিলাৰ জন্য সম্প্রতি নতুন এক ‘জাতীয় পুষ্টি অভিযান’ (এন.এন.এম.) শুরু করার অনুমোদন দিয়েছে। ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০২০ এই তিন বছরের জন্য যাতে ব্যয় হবে ৯০৪৬.১৭ কোটি টাকা। শুক্রবার লোকসভায় এক তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার এই তথ্য জানিয়েছেন।

ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার আরও জানান, এই মিশনের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: (১)বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে সময় সূনিশ্চিত করা; (২)সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে উৎসাহ দেওয়া; (৩)আই.সি.ডি.এস.-এর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর প্রকৃত সময়ের পর্যবেক্ষণ (আই.সি.টি.-আর.টি.এম.); (৪)নীতি আয়োগের মূল্যায়ন; (৫)জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় পুষ্টি সংস্থান কেন্দ্র (এন.এন.আর.সি.) এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পর্যায়ে রাজ্য পুষ্টি সংস্থান কেন্দ্র (এস.এন.আর.সি.)গঠন; (৬)সঠিক সময়ে সতর্কতার সঙ্গে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ওজন সূনিশ্চিত করতে ওজন মাপার যন্ত্র দেওয়া; (৭)সমাজের সকল অংশে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ, পুষ্টির বিষয় নিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে উদ্ভাবনা ও জন-আন্দোলন,শিশুদের জন্য পুষ্টি নিয়ে অনলাইন কোর্স, লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে পুষ্টি এবং জল-স্বাস্থ্যবিধি-স্বাস্থ্য বিধান(ডব্লিউ.এ.এস.এইচ.—ওয়াশ) নিয়ে বার্তা, পুষ্টি নিয়ে মেসেজ পাঠানো ও রিং-টোন,অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে শিশুদের জন্য যোগ-ব্যায়াম; (৮)মানব সম্পদ শক্তিশালী করা;(৯)বৃদ্ধি বাহত হওয়ার বিষয়টিকে প্রথমেই শনাক্ত করার জন্য ৬ বছরের নিচের শিশুদের ওজন ও উচ্চতার পরিমাপ করা এবং (১০)প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাকে শক্তিশালী করা, সবাইকয়ুক্ত করা, বিশেষভাবে অপুষ্টির শিকার শিশুদের সমাজ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা।

এন.এন.এম.-এর সূচনা: ২০১৭-১৮ সালে ৩১৫ জেলায়,২০১৮-১৯ সালে ২৩৫ জেলায় এবং বাকি জেলাগুলোতে ২০১৯-২০২০ সালে। এই মিশনে ১০ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন।

লক্ষ্য: এন.এন.এম.-এর লক্ষ্য হচ্ছেঅপুষ্টি, বৃদ্ধি বাহত হওয়া ও রক্তাক্সতা (কম বয়সের ছেলেমেয়ে, মহিলা ও বয়সসন্ধিকালের মেয়েদের ক্ষেত্রে) এবং জন্মের সময় কম ওজন হওয়াকেও প্রতি বছরে যথাক্রমে ২%, ২%, ৩% ও ২% হারে কমিয়ে আনা।

আগের জাতীয় পুষ্টি অভিযানে উপযুক্ত এই বিষয়গুলোর ঘাটতি ছিল।

এই পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আধার নম্বরকে পরিচয়-জ্ঞাপক নথি হিসেবে ব্যবহার করা হবে, যাতে সরকারি এই পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিয়ে আসা যায় এবং সুবিধা প্রাপকরা যাতে সঠিকভাবে তাপেতে পারেন। তাছাড়া আধার ব্যবহার করায় একজনের পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য নানা ধরনের নথির প্রয়োজন হবেনা। যাদের আধার কার্ড নেই, তারা যাতে আধার কার্ড পেতে পারেন, তার জন্য সংলিষ্ট কর্মীরা সহযোগিতা করবেন। সেই সময় পর্যন্ত তারা বিকল্প পরিচয়-জ্ঞাপক নথিদিয়ে অঙ্গনওয়ারি পরিষেবা পারেন।

তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য এন.এন.এম.-এর কমন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার থাকবে। যারা এই অভিযানে কাজ করবেন, তাদের কাছে এই প্রযুক্তি সহায়ক হবে। জেলা ও ব্লক স্তরে সহায়তার জন্য প্রজেক্ট স্টাফকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেই তথ্য সংগ্রহের জন্য মহিলা তত্ত্বাবধায়ক (এল.এস.) ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের(এ.ডব্লিউ.ডব্লিউ.) ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ও তথ্য-প্রযুক্তির সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। এই কাজটি করার জন্য অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের প্রতি মাসে পচিশ টাকা করেও দেওয়া হয়।

(Release ID: 1514065) Visitor Counter : 10

